পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯

(১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু দারিদ্র বিমোচনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডা সরকারের সাহায্যপুষ্ট এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত আরডি-১২ প্রকল্প, আর, বি, পি, এবং আর, বি, আই, পি, কে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত একটি স্ব-শাসিত সুদৃঢ়, আর্থিক স্বনির্ভর ও অমুনাফাকাঙ্খী সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে একটি স্ব-শাসিত, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

এবং যেহেতু দারিদ্র বিমোচন, দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের উদ্দেশ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবার এবং তত্সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও কার্যকারিতা

১। (১) এই আইন পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) ইহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “আরডি-১২” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প;

(খ) “আর, বি, আই, পি” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী বিত্তহীন সংস্থা প্রকল্প;

(গ) “আর, বি, পি” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় সরকারের একটি দ্বিপাক্ষিক পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী;

(ঘ) “সুবিধাভোগী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি ফাউন্ডেশন হইতে আর্থিক অথবা আর্থিক নয় এইরূপ সেবা বা উপকার লাভ করেন;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত তফসিল;

(চ) "নির্ধারিত" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ছ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন;

(জ) "বি, আর, ডি, বি" অর্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(ঝ) "বিত্তহীন" অর্থ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান আর, বি, আই, পি, এর কোন সুবিধাভোগী অথবা ফাউন্ডেশনের কোন সুবিধাভোগী;

(ঞ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড অব গভর্ণর্স;

(ট) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের কোন সদস্য;

(ঠ) 'টিবিসিসিএ" বলিতে থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বুঝাইবে;

(ড) "প্রাথমিক সমবায় সমিতি" বলিতে আরডি-১২, আর, বি, পি এবং আর, বি, আই, পি'র আওতায় সংগঠিত বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা সমিতিকে বুঝাইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন চুক্তি বা দলিলে এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি

৫। (১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে করে সেইরূপ স্থানে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে বাংলাদেশের সেইরূপ অন্যান্য স্থানে ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যালয়, কেন্দ্র ও নিয়মিত সংস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান

৬। (১) ফাউন্ডেশনের বিষয়াদির ও কার্যসমূহের সাধারণ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান এমন একটি বোর্ড অব গভর্ণর্স এর উপর ন্যস্ত হইবে যাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ফাউন্ডেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে উহাকে একটি সামাজিকভাবে সুদৃঢ় এবং আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনার নীতি অনুসরণ করিবে।

বোর্ড

৭। (১) বোর্ড অব গভর্ণর্স নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যিনি পদাধিকারবলে উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যিনি পদাধিকারবলে উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন উহার এমন একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি পদাধিকারবলে উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঙ) তিনজন প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;

(চ) চারজন সুবিধাভোগী প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৫) ও (৬) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন।

(২) বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন তিনজন হইবেন মহিলা।

(৩) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রাইভেট সেক্টর সদস্যগণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ডে তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে আবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় প্রাইভেট সেক্টরের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য

হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বত্সরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

(৫) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ষ্টীয়ারিং কমিটির সুবিধাভোগী সদস্যগণ, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ডে তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে আবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় খেলাপী ঋণগ্রস্ত নহেন এমন সুবিধাভোগীদের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বত্সরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

পদত্যাগ

৮। পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত অন্য যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ

৯। বোর্ডের কোন সদস্য অপসারিত হইয়া যাইবেন, যদি তিনি-

(ক) সভাপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত বোর্ডের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) ফাউন্ডেশনের মূলধন, আয় বা সুখ্যাতির জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য করিয়াছেন মর্মে বোর্ড কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যুন দুই বত্সর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) আপাততঃ বলবত্ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

সাময়িক শূন্যতা পূরণ

১০। পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কোন মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে, তাহার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে ধারা ৭ এর সংশ্লিষ্ট উপ-ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত করা হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি যে সদস্যের শূন্য পদে স্থলাভিষিক্ত হইবেন সেই সদস্যের পদ শূন্য না হইলে তিনি যতদিন উক্ত পদে বহাল থাকিতেন ততদিন উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১১। (১) ফাউন্ডেশনের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন যিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে নিযুক্ত হইবেন। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচন করা হইবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ষ্টীয়ারিং কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হইবেন; এবং ইহার পরে যখনই ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইবে, তখন উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া উক্ত পদ পূরণ করা হইবে।

(৩) বোর্ডের অন্যুন তিন এবং অনূর্ধ্ব পাঁচজন সদস্য যাহাদের অন্ততঃ একজন প্রাইভেট সেক্টর এবং খেলাপী ঋণগ্রস্ত নহেন এইরূপ একজন সুবিধাভোগী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাছাই করা হইবে।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীকে পল্লী উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসহ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকিতে হইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ক্ষেত্রমত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় পদের দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরবর্তী পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৬) ফাউন্ডেশন এই ধারা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী

১২। (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত হিসাবে বোর্ড যেইরূপ কার্যাবলী বরাদ্দ করিয়া দেয় সেইরূপ সকল কার্যাবলী এবং ফাউন্ডেশনের